কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 18 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ২০ ... কলাম ৫ ...

শিক্ষার্থীর 'গতিবিধি' পর্যবেক্ষণে চট্টগ্রামের ১০ প্রতিষ্ঠানে ইএমএস

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ▷

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে নজরদারির আওতায় আনতে অনলাইন এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ইএমএস) চালু করা হয়েছে চট্টগ্রামে। গতকাল সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে ১০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ পদ্ধতি চালু করা হয়। এ ব্যবস্থায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কখন আসা-যাওয়া করছেন তা জানা যাবে। অভিভাবকরা ঘরে বসেই জানতে পারবেন শিক্ষার্থীর উপস্থিতি ও পরীক্ষার ফল।

প্রাথমিক পর্যায়ে চট্টগ্রামের ১০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দিয়ে শুরু হওয়া ইএমএস কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে বাড়ানো হবে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। প্রথম ধাপে নগরীর বেসরকারি সাউথ এশিয়ান কলেজ, সৃজনী ট্রাস্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, হাটহাজারী ও মিরসরাইয়ের তিনটি এমপিওভুক্ত ফাজিল মাদ্রাসাসহ ১০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মোট পাঁচ হাজার ১৩০ জন শিক্ষার্থী, ২১১ জন শিক্ষক ও ৫৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ইএমএস সিস্টেমের আওতায় এসেছেন। গতকাল সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ইএমএস উদ্বোধন করেন চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার মো. রুহুল আমীন। জেলা প্রশাসক মেজবাহ উদ্দিনের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান, শিক্ষক এবং প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিভাগীয় কমিশনার রুহুল আমীন অনুষ্ঠানে বলেন, 'সাম্প্রতিককালে

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ২

শিক্ষার্থীর 'গতিবিধি' পর্যবেক্ষণে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

যেসব জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড ঘটছে তা নিয়ন্ত্রণে আনতে এ ধরনের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। এর মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রকৃত অবস্থা নজরে আসবে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির বিষয় জানা যাবে। এর সূত্র ধরে আমরা সামনে এগোতে পারব।'

জেলা প্রশাসক মেজবাহ উদ্দিন বলেন, '১০টি প্রতিষ্ঠানে ইএমএস সিস্টেম চালু করেছি, এর টেকনোলজিক্যাল সাপোর্ট আমরা দেব। ছয় মাসের মধ্যে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই সিস্টেম চালু করার টার্গেট রয়েছে। এর মাধ্যমে ঘরে বসে মা-বাবা জানবেন, সন্তান স্কুলে গেছে কি না, পরীক্ষায় সে কী ফল পেল।'

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক দৌলতুজ্জামান খান অনুষ্ঠানে ইএমএস বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করে জানান, ইএমএস হলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর দৈনন্দিন কার্যক্রম সার্বক্ষণিক পরিপূর্ণ নজরদারির আওতায় রাখার একটি অনলাইনভিত্তিক সিঙ্গেল প্ল্যাটফর্ম। একটি মাত্র প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তদারকি করা যাবে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও প্রক্সিমিটি কার্ড উভয় মাধ্যমেই এটি কাজ করবে। এর মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বায়োমেট্রিক অনলাইন হাজিরা ব্যবস্থাপনা, অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের আলাদা তালিকা, শিক্ষার্থীদের পূর্ণাঙ্গ প্রগ্রেস রিপোর্ট তৈরির ব্যবস্থা, ফল তৈরি ও প্রকাশের ব্যবস্থা, অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম, স্বয়ংক্রিয় হাজিরা এসএমএস সিস্টেম, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর যাবতীয় তথ্য যেমন হাজিরা, ফল, বাড়ির কাজ, বকেয়া ইত্যাদিসহ স্টুডেন্ট পোর্টাল এবং শিক্ষক পোর্টালসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনার প্রায় সব মডিউল থাকবে।'

সংশ্লিষ্টরা জানান, একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মাত্র ৫০-৬০ হাজার টাকা খরচ করে এই সিস্টেম চালু করতে পারবে। বার্ষিক ১০০-১২০ টাকায় আইডি কার্ডসহ পুরো ইএমএস সেবা উপভোগ করা যাবে। ব্রডব্যান্ড ছাড়াও মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারে এই সিস্টেম চালানো যাবে।